ভ্যানগার্ড প্রোডাকসন্সের
গরবিনী
পরিবেশক - প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিমিটেড

ভ্যানগার্ড প্রোডাকসন্সের নিবেদন

গরবিনী

পরিচালনা—নীরেন লাহিড়ী

চিত্রনাট্য ও সংলাপ—নিতাই ভট্টাচার্য্য

কাহিনী—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য সহযোগী—নীতিশ রায়
প্রধান শব্দযন্ত্রী—গৌর দাস
চিত্রশিল্পী—অনিল গুপ্ত
শব্দযন্ত্রী—পাঁচুগোপাল দাস
রসায়নাগারিক—ধীরেন দাশগুপ্ত ও শৈলেন ঘোষাল
সম্পাদনা—কালী রাহা
ব্যবস্থাপনা—শ্যাম লাহা
শিল্প নির্দ্দেশ—বিজয় বোস
স্থিরচিত্রে—ষ্টীল ফটো সার্ভিস্
ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনা—প্রমোদ সরকার
রূপসজ্জা—অক্ষয় দাস, শৈলেন গাঙ্গুলী
গীতিকার—প্রণব রায়
সঙ্গীত পরিচালনা—সুধীরলাল চক্রবর্ত্তী

যন্ত্রসঙ্গীতে—সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা

সহকারীগণ

পরিচালনায়—হিমাংশু দাশগুপ্ত, বিমল রায় চৌধুরী, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রশিল্পে—অনিল ঘোষ, প্রণব ভট্টাচার্য্য শব্দযন্ত্রে—ধরণী রায় চৌধুরী
রসায়নাগারে—শম্ভু সাহা, সামান্য রায়, ননী চ্যাটার্জ্জী, অমূল্য দাস
সম্পাদনায়—নীরেন চক্রবর্ত্তী, তারাপদ ঘোষ
সঙ্গীতে—অশোক মজুমদার শিল্প নির্দ্দেশক—প্রভাত দাস
ব্যবস্থাপনায়—বিশ্বনাথ সেন, দুলাল কুণ্ডু

ইন্দ্রপুরী লিঃ ষ্টুডিওতে আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত

ভূমিকায়ঃ—দীপ্তি রায়, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, কেতকীরাণী, অর্পণা দেবী, জহর গাঙ্গুলী, বিকাশ রায়, ছবি বিশ্বাস, শ্যাম লাহা, দিলীপ রায় চৌধুরী, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, কুমার মিত্র, সুরেন চৌধুরী, নমিতা, সবিতা ইত্যাদি।

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের
"আজি মর্ম্মর ধ্বনি কেন জাগিল রে"
গানখানি ব্যবহৃত হইল।

একমাত্র পরিবেশ

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

৭৬।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গরবিনীর কাহিনী

প্রকাণ্ড জমিদার বাড়ী—এই কলকাতার শহরেই। কিন্তু বাড়ীর ধরণ-ধারণ যেন কেমন অদ্ভুত। শুভা আর রিণি দুই বোন ছাড়া ভাল করে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না; জমিদার হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দিবারাত্রি নিজের ঘরটীতে বসে থাকেন, নিচে নামেন না পর্য্যন্ত কোন দিন; জমিদারী চালায় হরপ্রসাদের মামা শ্বশুর যোগেন চাটুয্যে—সামান্য নায়েব থেকে সে আজ হরপ্রসাদের জমিদারীর সর্ব্বময় কর্ত্তা; সংসার চালায় হরপ্রসাদের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ইন্দুমতী, যোগেনের ভাগ্নী। হরপ্রসাদের প্রথম পক্ষের মেয়ে শুভা, ইন্দুমতীর মেয়ে রিণি। এ ছাড়া নায়েব গোমস্তা, দাসী চাকর—লোকের কোন অভাব নেই। কিন্তু কোথায় যেন একটা অনির্দ্দেশ্য রহস্য আত্মগোপন করে আছে—আর তারই ছায়া পড়েছে যেন এ বাড়ীর ঘরে ঘরে। তাই সব সময় চারিদিকে একটা থমথমে ভাব, হরপ্রসাদের ঘরখানার সামনে এলেই যোগেন চাটুয্যে থেকে সুরু করে দুরন্ত রিণির পর্য্যন্ত পায়ের গতি যেন ধীর হয়ে আসে।

রিণি পড়ে স্কুলে, শুভা কলেজে। কিছু দিন থেকে শুভার কলেজে যাতায়াতের পথে ওদেরই কলেজের একটা ছেলে—অশোক, শুভাকে যেন ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। একদিন তো কলেজের লাইব্রেরীতে রীতিমত কথা কাটাকাটি হয়ে গেল দুজনের। কিন্তু তারপর—কে জানতো যে সেই অশোকই আসবে তাদের বাড়ীতে গৃহশিক্ষক হয়ে রিণিকে পড়াতে! দিন কয়েক যেতে না যেতে শুভার একখানা ছবি এঁকে উপহার দিয়ে বসলো শুভাকে। কথার সূত্রে শুভার মার কথা উঠলো। শুভার মার একখানা ফটো পেলে তাঁরও একখানা ছবি সে ভাল করে এঁকে দিতে পারতো!

কিন্তু কোথায় মার ছবি! হরপ্রসাদকে জিজ্ঞেসা করলেই তিনি বলেন, ছবি নেই। মরা মানুষের ছবি রেখে লাভ কি! মুখে তিনি এ কথা বলেন বটে, কিন্তু মনে হয়, গভীর একটা বেদনা যেন তিনি নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন।

বাড়ীর অনেককালের পুরাণ দাসী নেত্য। মাঝে মাঝে তারই কাছে শুধু শুভার মা যোগমায়ার কথা শোনা যায়। নেত্যর কথাবার্ত্তায় কেমন যেন সন্দেহ হয় শুভার, মনে হয়, যোগমায়া বুঝি সত্যি মারা যান নি।

কিন্তু কোথায় তিনি?

এ প্রশ্নের সদুত্তর কারও কাছেই মেলে না।

কিন্তু একদিন—একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আসল কথাটা শুভা জেনে গেল। হরপ্রসাদের জমিদারীতে পূজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল চোদ্দ বছর আগে—তারই বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে এসে ওদের মাতব্বর প্রজা সনাতন আসল কথাটা ফাঁস করে দিলে। যোগমায়ার মৃত্যু হয় নি; হরপ্রসাদের পিতার ইচ্ছানুসারে তাঁকে এ বাড়ী থেকে সরিয়ে দিয়ে ইন্দুমতীকে নিয়ে আসা হয়েছে তার জায়গায়···

বিহ্বল, ব্যাকুল শুভা হরপ্রসাদকে অনুনয় বিনয় করে জানতে পারলো যোগমায়া সত্যিই বেঁচে আছে। আর আছে রাঁচীর পাগলা গারদে। শুভার পর একটী সন্তান এসেছিল যোগমায়ার গর্ভে। বংশের উত্তরাধিকারী আসছে—এই কল্পনায় সবাই দিন গুণছিল আশায় আর আনন্দে—কিন্তু সেই সময় হঠাৎ একদিন সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তার গর্ভের সন্তানটী নষ্ট হয়ে গেল এবং তার ফলে যোগমায়া উন্মাদ হয়ে গেলেন···

এ কাহিনীর আড়ালে আরও কিছু না-বলা রয়ে গেল। কিন্তু শুভা যেটুকু শুনলো তাতেই অস্থির হয়ে উঠলো মাকে দেখবার জন্যে!

সেই সময় এলেন নবীন দাদু যোগমায়ার কাকা। বর্মার রিটায়ার্ড পুলিস অফিসার। যোগমায়াকে তিনি কোলে পীঠে করে মানুষ করেছিলেন, তাই অবসর পেয়েই ছুটে এসেছিলেন ভাইঝিকে দেখতে। যোগমায়ার মৃত্যুর কথাটা তিনি কোন দিন বিশ্বাস করেন নি। শুভার কাছে যোগমায়া বেঁচে আছে শুনে তিনি শুভাকে নিয়ে ছুটে গেলেন রাঁচীতে। পাগলা গারদে দেখা হোলো মায়ের সঙ্গে মেয়ের, নবীনের সঙ্গে যোগমায়ার। নবীন যোগমায়াকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবার চেষ্টা করলেন কিন্তু সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ হরপ্রসাদের অনুমতি ভিন্ন যোগমায়াকে ছাড়তে রাজী হলেন না।

এদিকে শুভা এবং নবীন রাঁচী যাওয়ার পরে হরপ্রসাদও চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। তিনিও হঠাৎ রাঁচীতে হাজির হলেন। কিন্তু এসে শুনলেন যোগমায়া নেই—পালিয়েছে। শুভা আগেই ফিরেছিল, হরপ্রসাদও ফিরে এলেন নিরাশ হয়ে।

তারপর—

রাত্রের অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে এক জনকে সন্তর্পণে এ বাড়ীতে ঢুকতে দেখা গেল। মাথার চুলগুলো এলো মেলো, পরণের কাপড়টা পড়ছে লুটিয়ে—আর কেউ নয়, যোগমায়া। চোদ্দ বছর পরে নিজের ঘরে ঢুকে যোগমায়া দেখলো তার ঘর অধিকার করে দাঁড়িয়ে আছে আর একজন—ইন্দুমতী।

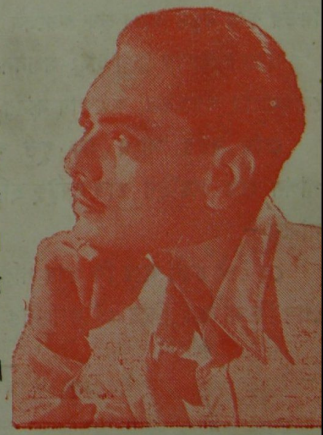

বিহ্বল কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করে উঠলো

যোগমায়া—ওয়ার্ডার! বন্দুক! তার পরেই মূর্চ্ছা গেল। হরপ্রসাদ ছুটে এলেন, সঙ্গে সঙ্গে আর সবাই। যোগেনের মুখ শুকিয়ে গেল, ইন্দুমতীর সিংহাসন টলে উঠলো—

হরপ্রসাদ বিশেষজ্ঞদের ডেকে চিকিৎসা সুরু করলেন যোগমায়ার। যোগমায়া বিকারের ঘোরে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠেঃ বন্দুক! বন্দুক! যোগেন চাটুয্যে ঘরে ঢুকলে যেন আরও অস্থির হয়ে পড়ে—

এদিকে অশোক আর শুভার রোমান্সটাও ধীরে ধীরে পল্লবিত হয়ে উঠছিল অশোকের বিধবা বোন কেতকীর মধ্যস্থতায়। অশোক একদিন মনের কথাটা শুভাকে খুলেই বলে ফেললো। কিন্তু চিকিৎসকরা বলেছিলেন—পাগল মায়ের মেয়েও নাকি পাগল হয়ে যেতে পারে এবং তাদের ছেলে-মেয়েরাও!···না, না, জেনে শুনে অশোকের এত বড় সর্ব্বনাশ সে কিছুতেই করতে পারবে না।

চরম ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হোলো শুভা অশোকের আত্মদান প্রত্যাখ্যান করে—

ভাববেন না এ কাহিনীর শেষ এই খানেই।

মানুষের মনের দুর্গম অন্ধকারে যে রহস্য লুকিয়ে থাকে তাকে উদঘাটন করা যে মনোবিজ্ঞানীদের ব্রত তাঁরা যোগমায়ার মুখের সেই 'বন্দুক' কথাটীর উপর নির্ভর করে নতুন ভাবে সুরু করলেন বিচার বিশ্লেষণ—

তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের ফলে ধীরে ধীরে খুলে যেতে লাগলো যোগমায়ার অবচেতন, অন্ধকার মনের পর্দা···

চোদ্দ বছর আগে এক ধূর্ত্ত শয়তানের যে কৌশলের ফলে যোগমায়াকে পাগল হতে হয়েছিল তার সবটুকু ছবির মত পরিস্ফুট হয়ে উঠলো সকলের চোখের সামনে—

কে সেই চক্রী আর কি তার পরিণাম এবং শেষ পর্য্যন্ত শুভা তার বাঞ্ছিতকে পেল কি না তাই নিয়ে এই কাহিনীর শেষ অধ্যায়।

গরবিনীর গান

রিনির গান— (১)

(যদি) না আসে ফাগুণ, না-ই বাজলো বাঁশী
(তবু) গান গেয়ে যাই গো, গান গেয়ে যাই।
আকাশে না রয় যদি চাঁদের হাসি
(তবু) গান গেয়ে যাই গো, গান গেয়ে যাই।
মনির মালা যদি না মেলে আমার
(তবু) আকাশ-কুসুম দিয়ে গাঁথব না হার
সেইটুকু ভালো মোর—সেই ত' ভালো
জীবনে যা পাই গো জীবনে যা পাই।
স্বপ্নলোকে আমি বাঁধব না ঘর
(ভেঙ্গে) যায় বাতাসে ;
কঠিন মাটির 'পরে বাঁধব বাসা
(ঝড়ে) ভাববে না সে।
(কোন) রাজার কুমার সেথা পক্ষীরাজে
না-ই বা আসে যদি মোহন সাজে,
(যদি) পান্থ কোনো আসে পথের ভুলে,
কোন ক্ষতি নাই গো কোন ক্ষতি নাই ;

শুভার গান— (২)

আজি মর্মরধ্বনি কেন জাগিল রে।
মম পল্লবে পল্লবে, হিল্লোলে হিল্লোলে
থর থর কম্পন লাগিল রে॥
কোন্ ভিখারি, হায় রে এল আমারি এ অঙ্গন দ্বারে,
বুঝি সব মন ধন মম মাগিল রে॥
হৃদয় বুঝি, তারে জানে,
কুসুম ফোটায় তারি গানে।
আজি মম অন্তর মাঝে সেই পথিকেরি পদধ্বনি
বাজে,
তাই চকিতে চকিতে ঘুম ভাঙিল রে॥

রেডিওর গান— (৩)

(মা) জননী না জানি আমি কত পাপ ক'রেছি
যে কারণে বিধিমতে আমি এত জ্বালাতন হ'তেছি।
যখন ছিলাম জঠরে
বন্দী ছিলাম কারাগারে
মুক্তি পাইবার তরে (মাগো) কত স্তব ক'রেছি।
এসেছিলাম বিশ্ববিপিনে
(ও তোর) দয়াময়ী নামটি শুনে
তাই আমি ভাবি মনে
(বল্‌মা) আমি হেরেছি কি জিতেছি॥

রচনাঃ অজ্ঞাত

রিনির গান— (৪)

(যদি) নতুন' ক'রে দেখ' আমায়, চিন্‌বে সহজেই
দেখবে তুমি আমিই তোমার মন ভুলানো সে-ই॥
উজ্জয়িণী বৃন্দাবনে
কোথায় দেখা নেই ত' মনে,
নূপুর পায়ে নেইক' আমার নীলাম্বরী নেই,
(তবু) দেখবে তুমি আমিই তোমার
মন-ভুলানো সে-ই॥
(মোর) নাই বা কানে লীলা-কমল, মুখ
পরাগ মাখা,
চোখে আজো চিরকালের মায়া-কাজল আঁকা।
এই নিরালা সন্ধ্যারাতে
বাঁকা চাঁদের ইসারাতে
হাসনুহেনার প্রথম কলি উঠবে ফুটে যেই,
দেখবে তুমি আমিই তোমার মন ভুলানো সে-ই॥

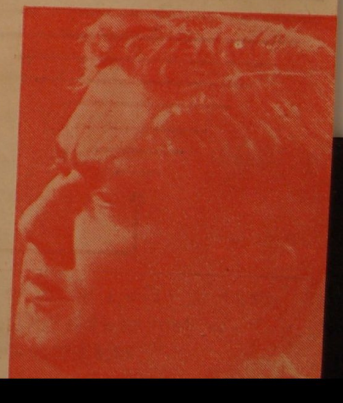

করুণাময়ী পিকচার্সের

মেঘমুক্তি

পরিচালক
চিত্ত বসু

ভূমিকায়: সন্ধ্যারাণী · রেণুকা
অসিতবরণ · জহর · বিকাশ
শ্যামলাহা · মনোরঞ্জন · তুলসী
রাণীবালা · মনোরমা প্রভৃতি

কাহিনী: গিরিজা সাধু
সুর: উমাপতি শীল

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের

আনন্দমঠ

নিও স্ক্রীন প্লেজ লিঃ-এর

★ সশ্রদ্ধ নিবেদন ★

পরিচালক : সতীশ দাশগুপ্ত

ভূমিকায় : সুনন্দা দেবী, অনুভা, স্বাগতা, অহীন্দ্র, বিপিন মুখো, কমল মিত্র প্রভৃতি আরও অনেকে

•••

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ এর পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে শ্রীবীরেন্দ্র নাথ দে বি.এস-সি কর্তৃক মুদ্রিত

মূল্য ৵০ আনা।